জলপরীর দেশে

মোঃ ইয়াকুব আলী

জলছবি প্রকাশন

জলপরীর দেশে

মোঃ ইয়াকুব আলী

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসিরউদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93261-6-8

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান

অলংকরণ
সংগৃহীত

মূল্য : ২০০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.com

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

....

Jalporeer Deshe by **Md. Yakub Ali**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka,
Published in Ekushe Boimela, 2018. Price Taka 200.00, US $ 6

উৎসর্গ

আমার দুই স্নেহস্পদ নাতি ও নাতনী
মোঃ আয়মান আওসাফ
এবং
আজমিনা রহমান

সূচিপত্র

জলপরীর দেশে	...	৫
জেদি রাজকন্যা	...	১৪
টোনাটুনির প্রতিশোধ	...	২৪
সেই ছেলেটি	...	৩০

জলপরীর দেশে

জোছনা প্লাবিত মায়াবী রাত। ফুটফুটে জোছনা। নদীটা কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে। একটানা পতঙ্গের সুর ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাশে। ঢেউগুলো মৃদু মৃদু দুলছে, নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে। যেন নর্তকীর মত চঞ্চলা। আলোয় আলোয় ডেউগুলো মুক্তার মত চিকচিক করে।

মিনু নদীটার নিকট এসে থামে। বয়স তার এমন খুব একটা বেশী না, সবে দশে পা দিয়েছে। বড্ড দুষ্টু। ধীরে ধীরে নদীর অতি নিকটে এসে বসে। মুগ্ধ নয়নে দেখতে থাকে নদীর দিকে। এলোমেলো চুলগুলো চোখের উপর এসে পড়ে। আঙ্গুল দিয়ে আবার ঠিক করে নেয়। মনে হয় ছোট ডেউগুলো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মৃদু বাতাস তার শরীরে যেন একটা আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। মনকে উৎফুল্ল করছে। সুন্দর সুন্দর সাদা বক

পাখির মত কাশফুলগুলো হেলেদুলে তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। যেন মিনুকে তারা কত যুগ থেকে ভালোবাসে।

মিনু খুটে খুটে দেখে। সে ভাবে প্রাণ মাতানো এত আলো চাঁদ কোথায় পায়। সূর্য মামাও যদি চাঁদ হত। তবে কত সুন্দর না হত। পৃথিবীতে শুধু মিষ্টি মিষ্টি আলো ঝরে পড়ত। মার কাছে শুনেছে চাঁদের ভিতর এক থুত্থুরে বুড়ী চরকা কাটছে। অনেক বয়স হয়েছে তার। চুলগুলো পেকে একদম সাদা। কিন্তু কই সে তো এত দেখছে, তবুও বুড়ীকে দেখতে পাচ্ছে না কেন? সেকি একটুও নড়ে না? হয়ত এতদূর থেকে দেখা যায় না। তবে কি মা তাকে ফাঁকি দিল। না–না, তা হয় না। হতে পারে না। হঠাৎ একটা শব্দে তার চমক কেটে গেল। দেখলো অনেক দূর থেকে একটা রাজহাঁস তার দিকে মিটমিট করে তাকাচ্ছে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি হাসছে হাঁসটি। শুধু হাসছে। মিনু কিছুই বুঝতে পারল না। ব্যাপারটা কী? হাঁসটি ধীরে ধীরে হাঁসটি মিনুর খুব নিকটে এসে থামে, ইসারায় মিনুকে তার পিঠের উপর চড়ে বসতে বলে। ভাবখানা যেন, তুমি উঠে এসো আমার পিঠে। আমি তোমাকে সাত সাগরের তের নদীর পারের রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাবো। দেখবে নীল আকাশের নিচে কেমন করে ডানা মেলে ভেসে যাব। ভেসে বেড়াব মেঘের মত। সাদা মেঘের রাজ্য

ছাড়িয়ে কত অজানা দেশের উপর দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবো। আকাশে স্বাধীন পাখিরা আনন্দে ভেসে বেড়ায়, তাদের সাথে তোমার ভাব করে দেব। রংয়ের দরকার হলে রংধনুর কাছেও তোমাকে নিয়ে যাবো। যত ইচ্ছে রং নিয়ে আসতে পারবে তুমি। যদি দেখতে চাও, জানতে চাও–তবে চলে এসো। ভয় কি, আমি তো আছি!

হাঁসটার চোখে-মুখে কেমন যেন একটা মায়াভরা দৃষ্টি। মিষ্টি বোবা দৃষ্টি। বোবা দৃষ্টি দিয়েই যে তার মনের কথা বলছে।

মিনু কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল। তারপর হাঁসটির পিঠের উপর কোমর বেঁধে উঠে পড়ল। যা থাকে কপালে, মিনু আজ চোখের পলকে পৃথিবীটা ঘুরে আসবে। তার চোখে দৃশ্যগুলো যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা সে যদি অনেক অনেক সোনা-মুক্তা-মণি পায়, তবে কি সব সে নিয়ে আসবে? এতগুলো সোনা, মণি-মুক্তা সেকি কম কথা। ইস! সে কি বোকা, সে শুধু খালি হাতে আসবে কেন? মণি-মুক্তা হীরাই শুধু মুঠো মুঠো নিয়ে আসবে। সকলকে সে অবাক করে দিবে। মুক্তার মালা তার মায়ের গলায় পড়িয়ে দিয়ে বলবে– মা, মাগো দেখো তোমার জন্য কত সুন্দর মুক্তার মালা এনেছি। তুমি খুব খুশি হয়েছো তো মা? মা তখন আনন্দে মিনুর কচি নরম গালে এঁকে দেবে একটা মিষ্টি চুমু।

হঠাৎ মিনুর দৃষ্টি পড়ল সামনে। শুধু পানি আর পানি। যেদিকে দৃষ্টি যায় পানি আর পানি। চারদিকে শুধু পানি। মিনুর বুকখানা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। একি, সে সমুদ্রে এসে পড়েছে! মাটির কোন চিহ্ন কোথাও নেই। হাঁসটার উপর চড়ে মিনু চলছে তো চলছেই। কোনদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। মিনু বেশ ভয় পায়। কী জানি কী হয়। তার কামনা, তার স্বপ্ন, সব বোধ হয় বালির প্রাসাদের মত ধসে যাবে। এতদূর ভয় পেলে তো চলবে না। আবার সে হাঁসটা উপর ভালো করে চেপে বসে। একবার ভয় ভয় করে হাঁসটিকে জিজ্ঞেস করে–আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ভাই?

হাঁস কোন উত্তর দেয় না। শুধু মদু মদু হাসে। সে হাসির মধ্যে কোন ভণিতা নেই। নেই কোন সন্দেহ। হাঁসটি যে তার কোন অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে, তা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এমন দিন হয়ত আসতে পারে, যখন হাঁসটির কৃতজ্ঞতার কথা আজীবন মনে থাকবে মিনুর। হাঁসটা যেখানে নিয়ে যাচ্ছে, হয়ত সেখানে সাত রাজার ধন আছে। মিনু তখন আনন্দে হাঁসটার গলা ধরে নাচতে শুরু করবে। প্রতিদানে হাঁসটা শুধু মিট মিট হাসবে। মিনু আর হাঁসটিকে সন্দেহ করবে না। সৎ সাহস নিয়ে হাঁসটার সাথে এগিয়ে যাবে। কোন ভয় আর সে মনের মধ্যে আসতে দেবে না।

হাঁসটি তার লাল রঙ পা দিয়ে সাঁতার কাটছে তো কাটছেই। যেন কোন ক্লান্তি নেই ওর। মুহূর্তের জন্যেও হচ্ছে না পরিশ্রান্ত। ওর ভাবখানা দেখলে মনে হয়, ও যেন কোনদিন ক্লান্ত হয়নি। কোনদিন হবেও না। তার পায়ে রয়েছে দুরন্ত গতি। এ গতির যেন বিরাম নেই।

হঠাৎ মিনু চমকে ওঠে। একি হাঁসটার সাথে সাথে সেও পানির মতে তলিয়ে যাচ্ছে যে! পানির মধ্যে ডুবছে, ডুবছে তো ডুবছেই। ভয়ে হাঁসটার গলা জরিয়ে ধরে মিনু, যেন ছিঁটকে পড়ে না যায়। চোখ দুটোকে বুজিয়ে ফেলে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাঁসটার গলা জড়িয়ে ধরে সে। তবু হাঁসটা ডুবছে তো ডুবছেই। হয়তো কোন পাতালপুরীতে নিয়ে যাবে তাকে।

মিনুর কাণ্ড দেখে হাঁসটা শুধু হাসছে। আর মিটমিট করে তাকাচ্ছে, যেন কিছুই হয়নি। শুধু শুধু মেয়েটা ভয় পাচ্ছে। মিনু চোখ বন্ধ করেই ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ এক সময় মনে হল হাঁসটা আর চলছে না। থেমে গেছে তার গতি। কোথায় যে তাকে নিয়ে এলো, কে তা জানে। এখান থেকে হয়ত আর কোনদিন বাড়ি ফিরতে পারবে না মিনু। মাকেও আর

দেখতে পাবে না কোনদিন। কোন বন্ধুর সাথেও আর দেখা হবে না। কী জানি কী অঘটন হয়! ভয় ভয় করে খুব ধীরে ধীরে সে চোখ দুটি মেলে তাকায়।

কিন্তু এ কী! এ সে রাজবাড়ী। পাতালপুরীর রাজবাড়ী। উচ্ছ্বাসে, উৎফুল্লে, টগবগিয়ে উঠল তার মনটা। একলাফে মিনু রাজহাঁসটার পিঠ থেকে নেমে আসে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় প্রাসাদটার দিকে। বিরাট রাজবাড়ি। জীবনে যে এত বড় রাজবাড়ি দেখেনি। মণি, মুক্তার আলোয় ঝলমল করে উঠছে প্রাসাদটা। আলো, আলো আর আলো। চোখ ঝলমানো সে আলোর ঝলকানি। মিনু তিরিংবিরিং করে লাফিয়ে প্রাসাদটা দেখতে

থাকে। সব যেন ভুলে গেছে। ভুলে গেছে সে বাড়ীর কথা বন্ধুদের কথা। সে যেন জন্ম নিল নতুন পৃথিবীতে। দু-নয়নে সে শুধু উপভোগ করে। চোখ দুটো যেন আজ সার্থক হয়েছে তার। এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে নেচে বেড়ায় মিনু। হঠাৎ এক কক্ষে এসে তার চোখ ছুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। কারুকার্য খচিত আসনের উপর বসে মিনুর সমান বয়সি একটা ফুটফুটে মেয়ে। সে হয়ত জলপরী। ডানাকাটা জলপরী, হাল্কা নীল রংয়ের চকচকে ছোট একখানা শাড়ী তার পরনে। টানা টানা চোখ দুটো কাজল দিয়ে লেপা। ফিলটার করা পানির মত তার চোখ দুটো উজ্জ্বল। গালের বাম পাশে ছোট্ট একটা তিল। শিল্পী ভুল করে তিলটাও যেন বাদ দেননি। সব সময় হাসি মুখ লেগেই আছে। আর সেই হাসিতে যেন মণি-মুক্তা ঝড়ছে। সুন্দরী, শুধু সুন্দরীই নয়– অপুর্ব সুন্দরী।

মিনুকে দেখেই খিল খিল করে হেসে উঠে মেয়েটা। কতদিনের পরিচয় যেন। জলপরীর চারপাশে অনেক বান্ধবী বসেছিল। জলপরী ইশারায় তাদের যেতে বলল। বান্ধবীরা চলে নৃত্যের ছন্দে ছন্দে। যে হাঁসটি তাকে অনেক অনেক দূরে থেকে নিয়ে এসেছে, সে জলপরীর কানে কানে কী যেন বলল। হাঁসটি চলে গেলে জলপরী মিনুকে কাছে ডাকে। আহা কি মিষ্টি ডাক! কি মিষ্টি গলা! এমন মিষ্টি কণ্ঠ জীবনে কোনদিন শোনেনি সে। আবার ডাকলো জলপরী। মিনু তন্ময় হয়ে জলপরীকে দেখছে তো দেখছেই। পলক নড়ছে না তার।

–অমন করে কি দেখছো। হেসে জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

–আপনাকে।

–আমাকে? দেখো। কিন্তু আমাকে আপনি নয়, তুমি বলবে, কেমন?

–ঠিক আছে। তোমার নাম কি?

–এমিজা। সকলে আদর করে এমি বলে ডাকে আমাকে। তুমিও সেই নামে ডেকো। তোমার নাম তো বললে না?

–মিনু। উত্তর দেয় মিনু।

এমি সত্যি সুন্দরী । যেন ছোট একটা পদ্ম। নিষ্পাপ তার মুখ। সুন্দর দেখতে তার কচি মুখখানা। আপেলের মত রঙ। টোকা দিলেই হয়তো রক্ত ঝরবে। তার কাপড়-চোপড় ও অলংকারগুলোর দামই হয়তো সাত রাজার ধন। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কথা বলে মিনু।

–এমি...

–বলো।

–আচ্ছা ওই রাজহাঁসটাকে তো চিনলাম না!

–ও আমার পুরাতন সঙ্গী। ওকে আমি খুব ভালোবাসি। আমার বন্ধুটি প্রায়ই তোমাদের দেশে বেড়াতে যেতো তোমাকে প্রত্যেক জোছনা রাতে নদীর ধারে বসে থাকতে দেখে। অনেকদিন ও তোমাকে দেখেছে। আমার লোভ হল তোমাকে দেখার। কেন? কেন তুমি রাতের পর রাত নদীর ধারে বসে কাটাও। আমার কৌতূহল হলো। এক রাতে তোমাকে আমিও দেখে এসেছি। হাল্কা ধরনের বৃষ্টি হচ্ছিল। তুমি বৃষ্টিতে ভিজেই নদীর ঢেউ, কাঁশবনের খেলা তুমি উপভোগ করছিলে। তোমাকে দেখে মনে হলো তুমি ও দেশের মেয়ে নও। তুমি যেন আমাদের দেশের মেয়ে। কত যুগ থেকে তোমাকে যেন আমি চিনি। তুমি হবে আমার চিরদিনের খেলার সাখী, তাই ওই রাজহাঁস দিয়ে তোমাকে আমি এখানে এনেছি।